কালের কণ্ঠ

তারিখ 0 1 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

মিলেমিশে নেই

কালের কণ্ঠ
১ জানুয়ারি ২০১৪। ১৮ পৌষ ১৪২০। বুধবার
education@kalerkantho.com

আগে পড়ালেখার হাতেখড়ি হতো প্রথম শ্রেণীতে। আর এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যুক্ত করা হয়েছে শিশু শ্রেণী। বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে শিশুদের খাপ খাওয়ানো, ভর্তির হার বাড়ানো ও ঝরে পড়া ঠেকাতেই এ উদ্যোগ। কেমন চলছে নতুন চালু হওয়া শিশু শ্রেণীর পাঠ? লিখেছেন পিন্টু রঞ্জন অর্ক

প্রাথমিকের আগের পাঠ

ছোট শিশুটি ভুলে যাবে। আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করবে পড়ালেখা। প্রথম সব কিছুই একটু অন্য রকম। সেটা কোনো শিশুর জন্য আনন্দের কিংবা শঙ্কারও হতে পারে। তাই তার আগেই শিশুদের জন্য দরকার মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজনীয় পরিবেশ। শিশুরা বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারলে বেড়ে যায় ঝরে পড়ার প্রবণতা। এসব কথা বিবেচনা করেই দেশের প্রায় সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। এর নাম দেওয়া হয়েছে শিশু শ্রেণী। লক্ষ্য, বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে শিশুদের খাপ খাওয়ানো, ভর্তির হার বাড়ানো ও ঝরে পড়া রোধ।

এর নাম শিশু শ্রেণী

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগে পড়াশোনা শুরু হতো প্রথম শ্রেণী থেকে। এখন শুরু হবে শিশু শ্রেণীতে। এর জন্য নির্ধারিত হয়ে একজন শিশু এক বছর পড়াশোনা করবে। এরপর উঠবে প্রথম শ্রেণীতে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বলা হয়েছে, এ ধরনের শিক্ষা আরো আগে থেকেই চালু থাকা উচিত ছিল।

কমবে ঝরে পড়ার হার

নাম লিখতে না পারলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় না। নাম লিখতে না পারলে অন্তত পক্ষে বর্ণমালা বলতে হয়। যে শিশুটি এর আগে কোনো দিন বিদ্যালয়ে আসেনি, সে নাম লিখবে কিভাবে? বিশেষ করে যাদের মা-বাবা নিরক্ষর, তাঁরা বাড়িতে শিশুদের কিভাবে বর্ণমালা শেখাবেন? প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য যে প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার, বেশির ভাগ শিশু বাড়িতে সে পরিবেশ পায় না। এতে প্রাথমিক অবস্থাতেই ঝরে যায় অনেক শিশু। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন) ফারুক জলিল জানান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের জন্য হবে আনন্দময়। শিশুরা খেলাধুলা পছন্দ করে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের খেলাধুলাকে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ শিশুরা যেন তার বাড়ির পরিবেশের চেয়েও স্কুলকে আনন্দদায়ক মনে করে, সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বাড়বে, ঝরে পড়া রোধ হবে। নিশ্চিত হবে শতভাগ ভর্তি।

নতুন বছরে নতুন বই

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কিন্ডারগার্টেন ও এনজিও পরিচালিত বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন নামে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু থাকলেও আগে সরকারি পর্যায়ে এ ধরনের কিছু ছিল না। ২০১১ সালে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে শিশু শ্রেণী চালু হয়েছে। ২০১৩ সালে সারা দেশে প্রায় সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু হলেও বই পায়নি শিশুরা। ২০১৪ সালে শিশু শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে নতুন পাঠ্যক্রমের বই।

আরো জানা যায়, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক থাকবেন একজন করে। একটি শিশু শ্রেণীতে শিক্ষার্থী থাকবে সর্বোচ্চ ৩০ জন। আড়াই ঘণ্টা বিদ্যালয়ে থাকবে শিশুরা।

শিক্ষক পায়নি সব বিদ্যালয়

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিক্ষক স্বল্পতা, শ্রেণীকক্ষ সংকট, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ না থাকাসহ নানা কারণে সরকারের এই ভালো উদ্যোগ হোঁচট খাচ্ছে। বিশেষ করে তিন কক্ষবিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একসঙ্গে শিশু ও প্রথম শ্রেণীর পাঠদান করছে অনেক বিদ্যালয়। এতে ব্যাহত হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

শিশু শ্রেণীর জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার কথা। কিন্তু এখনো দেশের বেশির ভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক দেওয়া হয়নি। যেমনটি বলছিলেন মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূর জাহান হামিদা—'আমাদের বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণীর জন্য এখনো শিক্ষক পাইনি। ফলে অন্য শ্রেণীর শিক্ষক দিয়েই চালাতে হচ্ছে শিশু শ্রেণীর পাঠ কার্যক্রম।'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক ফারুক জলিল জানান, শিশু শ্রেণীর জন্য তিন ধাপে প্রায় ৩৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।

পাঠ্য বই ছাড়াই পাঠদান

এত দিন শিশু শ্রেণীতে পাঠদান করা হয়েছে কোনো বই ছাড়াই। রাজধানীর করাতিটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনিসুর রহমান বলেন, 'শিশু শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের পাঠ্য বই নেই। কেবল শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক সহায়িকা বা গাইডলাইন-সংবলিত কিছু বই দেওয়া হয়। শিক্ষকরা সে অনুসারে বাচ্চাদের পাঠদান করে থাকেন।'

অভিভাবক মাহজুবা জেসমিন বলেন, 'ছোট ছোট বাচ্চার জন্য ছবিসংবলিত রঙিন বই থাকলে ভালো হতো।'

মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূর জাহান হামিদা জানান, শিশু শ্রেণীর সহায়িকায় বাংলা ও গণিত থাকলেও ইংরেজি বিষয়ের কোনো কিছুই ছিল না। কোনো পাঠ্য বই না থাকায় সমস্যা পোহাতে হয়েছে শিশু, অভিভাবক ও শিক্ষকদের। অভিযোগ অস্বীকার করে ফারুক জলিল বলেন, 'প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৩০ সেট করে বই দেওয়া হয়েছে। নির্দেশনা ছিল শিক্ষার্থীদের পড়ানোর পর বইগুলো স্কুলে থাকবে। এ বছর আমরা শিশুদের জন্য রঙিন বই দিচ্ছি। তাই আর এই সমস্যা থাকছে না।'

দরকার কিছু পদক্ষেপ

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, 'শিশুশিক্ষায় এটা সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ ক্ষেত্রে শুধু শিক্ষক নিয়োগ দিলেই হবে না, তাঁদের অবিরত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।'

বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতির সভাপতি আওয়াল তালুকদার বলেন, 'শ্রেণীকক্ষ বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে শিশুদের পাঠ দেওয়ার বিষয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।'

মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূর জাহান হামিদা বলেন, 'কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে আনন্দদায়ক পাঠসংবলিত রঙিন বই তুলে দিতে পারলে সরকারের এ ভালো উদ্যোগ কার্যকর ফল দেবে।'

আমরা দ্রুত সমস্যার সমাধান করে এগিয়ে যাচ্ছি

ফারুক জলিল
পরিচালক, পলিসি ও অপারেশন
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

নতুন কোনো কিছু করতে গেলে প্রথম দিকে কিছু সমস্যা রয়েই যায়। এখানেও হয়তো ছোটখাটো দু-একটা সমস্যা রয়ে গেছে। তবে আমরা দ্রুত সমাধান করে এগিয়ে যাচ্ছি।

সারা দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৩৭ হাজার ৬৭২টি। প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণীর জন্য পর্যায়ক্রমে একজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। পরে যেসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীসংখ্যা বেশি, সেখানে একের অধিক শিক্ষক দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। ইতিমধ্যে প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে শিশু শ্রেণীর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ।

নতুন শিক্ষাবর্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হবে নতুন রঙিন বই। ধীরে ধীরে আমরা সব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারব বলে আশা করছি।